দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 NOV 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

034

শিক্ষাঙ্গন

চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ

চিকিৎসা শিক্ষা উচ্চতর মানব সেবা। এই শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার নিজের ও অসংখ্য আর্তমানবতার সেবা করে থাকে। দু'হাজার সালে সবার জন্য স্বাস্থ্য— বর্তমান সরকারের এই যুগান্তকারী শ্লোগান চিকিৎসা বর্জিত অসংখ্য রোগীর মনে বাঁচার আশার সঞ্চার করেছে। প্রতি বছর হাজার হাজার রোগী চিকিৎসার অভাবে ধুকে ধুকে মারা যাচ্ছে। প্রতি ১৫ হাজারে ১ জন মাত্র ডাক্তার। আর মাত্র কিছু চিকিৎসা ব্যয় সরকারী বাজেটে মাত্র ১ টাকা ২৫ পয়সা ধরা হয়েছে। অন্যদিকে ডাক্তার তৈরীর কেন্দ্র মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ভর্তি স্থগিত বা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি। এই স্ববিরোধী বক্তব্যে জনগণ আজ হতাশাগ্রস্ত। মেডিক্যাল কলেজগুলো বন্ধ করে সরকারের যুগোপযোগী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশ। এদেশের দুঃখী মানুষের ঘামে ভেজা পয়সায় সৃষ্ট ডাক্তারকে তাদের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে। গরীব দেশের সরকারের পক্ষে যেমন প্রতি বছর পাস করা ডাক্তারদের চাকরি দেয়া সম্ভব নয়, তেমনি তাদেরকে জনগণের সেবা হতে বঞ্চিত করাও যায় না। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলো আজ অমনোযোগিতার ফলে সমস্যার চরমে পৌঁছেছে। সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই এই অচলাবস্থার অবসান সম্ভব।

স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। ডাক্তার সেই সুখময় স্বাস্থ্যের সেবক। অনেকেই অনেক সুবর্ণ সুযোগ জলাঞ্জলী দিয়ে ডাক্তারী শিক্ষায় ভর্তি হয়েছে। শুরুতেই আশা ভঙ্গে হতাশা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। হতাশা থেকেই হঠকারীতার উদ্ভব ঘটে। আর হঠকারীতার মাধ্যমে নৈরাজ্য সৃষ্টি সম্ভব, সমস্যার সমাধান অসম্ভব। মাথা কেটে যেমন ব্যথা দূর করা অকল্পনীয়, তেমনিভাবে কলেজগুলো বন্ধ করে সমস্যা দূর করা যাবে না। সরকার হয়তো বলবেন, চাকরির সংস্থান নেই বা বাজেট নেই। সদিচ্ছার মাধ্যমেও জগতে অনেক কিছুই করা যায়। হুমকি বা হঠকারীতার মাধ্যমে নয়। প্রতি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স তৈরীর মাধ্যমে সবার জন্য স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা ও বেকার ডাক্তারদের কর্মসংস্থান করা যায়। অন্য দিকে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার অদক্ষ শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ডাক্তারদের খুব চাহিদা। পাকিস্তান, ভারত প্রভৃতি দেশ হতে প্রতি বছর প্রচুর ডাক্তার পাড়ি জমাচ্ছে। এই সঙ্গে নিজের ও দেশের জন্য বয়ে নিয়ে আসছে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা। চাকরি শেষে ডাক্তারগণ স্বদেশে মানব সেবায় নিয়োজিত হচ্ছে। নিজেদের উপার্জিত পয়সায়ই তারা ক্লিনিক বা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের সেবা করে আসছে। পাস করা ডাক্তারদের সরকার ঋণ দানের কথা বলেছেন। এবং বাংলাদেশেও এ ধরনের ঋণ দান ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

মেডিক্যাল কলেজগুলোর দুরাবস্থা অবসানকল্পে উপরোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি হওয়া কষ্টসাধ্য। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী আসনের অভাবে সোনালী স্বপ্নের জগতে প্রবেশ করতে পারছে না। মেডিক্যাল কলেজগুলো পরিচালনা করতে সরকারকে প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা ব্যয় করতে হয়। কিন্তু ছাত্র ভর্তি করা হয় মাত্র ১৫০ জন। চাকরি নেই এই অজুহাতে আসন সংখ্যা কমানো উচিত নয়। প্রত্যেকটি কলেজেই আরও অধিক সংখ্যক ছাত্র ভর্তি করা সম্ভব। বিগত সরকারের আমলে সৃষ্ট কলেজগুলো এবং মেডিক্যাল ট্রেনিং স্কুলগুলো চালু করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে যেমন ছাত্র ভর্তির সুযোগ ঘটবে, তেমনি পাস করা ডাক্তারগণ নিজের ও দেশের জন্য বয়ে নিয়ে আসবে প্রচুর বৈদিশিক মুদ্রা। যা দেশ ও জাতির উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব রাখবে।

—মোঃনিয়াজ উদ্দিন পাশা, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোমেনশাহী।